বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা সংবিধান ও আইনসংগতভাবে বৃদ্ধি করা যায় কিনা এবং বৃদ্ধি করা গেলে কত সংখ্যক সদস্য বৃদ্ধিকরণ যৌক্তিক হবে সে মর্মে আইন কমিশনের সুপারিশ প্রসঙ্গে সরকারের ২৬ এপ্রিল,২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ মোতাবেক ১৩ বৈশাখ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ তারিখের লেঃ প্রঃ ২১৩/০৭ নং পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদন।

গত ২৬ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৩ বৈশাখ, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ মন্ত্রণালয়ের সূত্র নং লেঃ প্রঃ ২১৩/০৭ পত্র দ্বারা আইন কমিশনকে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা সংবিধান ও আইনসংগতভাবে বৃদ্ধি করা যায় কিনা এবং বৃদ্ধি করা গেলে কত সংখ্যক সদস্য বৃদ্ধিকরণ যৌক্তিক হবে সে মর্মে সুপারিশ জানতে চাওয়া হয়েছে।

সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সালের ১নং আইন)- এর দ্বারা শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ৫৮-এর পর "২ক পরিচ্ছেদ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার" সংযোজন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রবর্তন করা হয়। আদি শাসনতন্ত্রে সে সম্বন্ধে কোন বিধান ছিল না।

২ক পরিচ্ছেদের আগে ৫৮ক ও ২ক পরিচ্ছেদের ভিতর ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ এবং ৫৮ঙ এই পাঁচটি অনুচ্ছেদ সংযোজন করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমন, গঠন, উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ইত্যাদি, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী এবং সংবিধানের কতিপয় বিধানের অকার্যকরতা সম্পর্কিত এই অনুচ্ছেদগুলো ২ক পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু। ৫৮গ অনুচ্ছেদের (১) দফায় সংবিধানে উপদেষ্টাদের মোট সংখ্যা সম্বন্ধে একটি স্থিতিস্থাপক (elastic) ব্যবস্থা না রেখে অপরিবর্তনীয় একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় যাতে বলা হয়-

> " (১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে প্রধান উপদেষ্টা এবং অপর অনধিক ১০ (দশজন) উপদেষ্টার সমন্বয়ে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হইবে, যাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।"

এখানে "অনধিক" শব্দটি ব্যবহার করায় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা সংবিধানে সীমিত করে রাখা হয়েছে এবং এই সংখ্যাটি সংবিধান সংশোধন ছাড়া অন্য কোন সাধারণ আইনে পরিবর্তন করা চলে না। যেখানে কোন বিষয়ে সংসদকে সংবিধানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়, সেখানে সংবিধানেই তার উল্লেখ

থাকে। যেমন-৯৫ অনুচ্ছেদে বিচারক হবার যোগ্যতা শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করার সাথে সাথে এটাও বলা হয়েছে যে, আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা না থাকলে কেউ বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। অর্থাৎ সংসদকে সংবিধান ক্ষমতা দিয়েছে বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য অন্যান্য যোগ্যতা (সংবিধানে লিখিত যোগ্যতা ছাড়াও) নির্ধারণ করে দেবার। ৫৮গ অনুচ্ছেদে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা স্থিতিস্থাপক করার স্বার্থে সংসদবিহীন একটি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতিকে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির একটি ক্ষমতা দেয়া যেত, কিন্তু তা দেয়া হয়নি। সংবিধান সংশোধন করে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যাকে অপরিবর্তনীয় (rigid) রাখা হয়েছে, এটাকে পরিবর্তনযোগ্য করতে গেলে সাধারণ আইনের সাহায্যে করা সম্ভবপর নয়। শাসনতান্ত্রিক বিধান একমাত্র শাসনতন্ত্রের সংশোধনের মারফতেই পরিবর্তন করা যায়।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে এবং একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা ছাড়াও অন্যান্য যেসব কর্মসূচী হাতে নিয়েছে, তার বাস্তবায়নে সময় লাগবে বলে সূত্রে উদ্ধৃত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এও উল্লেখ করা হয়েছে যে মোট ১১ জন সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের পক্ষে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী অফিস ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড পরিচালনা ও তার সমন্বয় সাধন করা একটি দুরূহ কাজ।

কমিশন সরকারের বর্ণিত অসুবিধাগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করে, অথচ সংবিধানের ভিতরে থেকে এই অসুবিধাগুলো দূর করার কোন সংবিধানসম্মত বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে অপারগ। সমাধানের বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক কলাকৌশল কমিশন প্রায় ৩ (তিন) সপ্তাহকাল গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখেছে এবং সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছেছে যে- সাংবিধানিক একটি ধারাকে কোন কৌশলপূর্ণ পদ্ধতির সাহায্যে পরিবর্তিত রূপ দিলে সংবিধানের মর্যাদাহানি ঘটে এবং সেটা করা সমীচীন হবে না।

যে কাজটি প্রত্যক্ষভাবে করা যায় না, সেই কাজটি অপ্রত্যক্ষভাবে করা যায় না - (What cannot be done directly, cannot be done indirectly)। এটি মানবিক আইনের বিজ্ঞান ও দর্শনের (jurisprudence) একটি অন্যতম নীতি।

বর্ণিত কারনে কমিশন মনে করে যে, একমাত্র সংবিধান সংশোধন করেই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যেহেতু বর্তমানে সংসদ নেই এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে শাসনতন্ত্র সংশোধনের কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি, অতএব সদস্য বৃদ্ধির সংখ্যা ও তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোন অভিমত ব্যক্ত করা গেল না।

(ডঃ এম, এনামুল হক)

সদস্য-২

(বিচারপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম)

সদস্য-১

(বিচারপতি মোস্তাফা কামাল)

চেয়ারম্যান